17 JAN 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

C40

দৈনিক বাংলা

বোর্ডের বই বছরে দু'বার কিনতে হয়

।। হাসান হাফিজ ।।

স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যবই বুক প্রিন্টে ছাপার জন্যে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকমহল বহুমুখী সমস্যার মুখোমুখি। ছাপা, বাঁধাই উন্নত মানের না হওয়ায় পাঠ্যবই টেকসই নয়। একই বই অভিভাবকদের বছরে দু'বার কিনতে হয়।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা মোট ৩২। এর মধ্যে মাত্র ১২টি বই ছাপা হয় সাদা কাগজে। গত বছর পর্যন্ত সাদা কাগজের বই ছিল ১০টি। এ বছর চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বাংলাবই সাদা কাগজে ছাপা হয়েছে। বাকি ২০টি অর্থাৎ বেশিরভাগ বই-ই ছাপা হচ্ছে বুকপ্রিন্টে।

নির্ধারিত মোট ৪৯টি পাঠ্যবইয়ের প্রতিটিই বুকপ্রিন্টে ছাপা। ১৯৭৬ সাল থেকে এদেশে বুকপ্রিন্টের পাঠ্যপুস্তক চালু করা হয়। এর আগে সমস্ত বই সাদা কাগজে ছাপা হতো।

বুকপ্রিন্টের বই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আকর্ষণের বদলে বিরাগ সৃষ্টি করছে। নতুন ক্লাসে নতুন

(শেষ পৃঃ ৪ এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই

(প্রথম পৃঃ পর)

বইয়ের গন্ধ, আমেজ থেকে আজকালের ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হচ্ছে। বুকপ্রিন্টের বই তারা হাতে নিতে চায় না। অস্পষ্ট ছাপা, কাগজের হলদেটে রঙ, দুর্বল বাঁধাই, বাজে ইলাস্ট্রেশন ইত্যাদি কারণে বইয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের দূরত্ব বাড়ছে। এবং পড়াশোনায় তাদের মনোযোগ ও আগ্রহ কমে যাচ্ছে। অনেকে বলেছেন, পরীক্ষায় ফেলের এটিও একটি কারণ।

ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক মহল জানান: বুকপ্রিন্টের বই সহজেই ছিঁড়ে যায়। পাতা ওল্টাতে অসুবিধে হয়। এক শিক্ষাবর্ষ একটি বই দিয়ে চালানো মুশকিল হয়ে পড়ে। গরীব অভিভাবকদের দু'বার বই কিনতে গিয়ে অর্থদণ্ড দিতে হয়। কখনো বা পুরো সেট ছাড়া বই যোগাড় করা দুরূহ হয়ে ওঠে। প্রাথমিক স্কুলের বই বিনা মূল্যে পাবার ব্যবস্থা থাকলেও দ্বিতীয়বার বই খোলাবাজার থেকে কিনতে হয় অভিভাবকদের। সাদা কাগজের বইয়ের একটি বাড়তি সুবিধা হলো এর স্থায়িত্ব বেশি। এবং একটি বই অনেকদিন টেকে, একাধিক ছাত্রছাত্রী তা পড়ার সুযোগ পায়।

বিভিন্ন মহলের জোর দাবী শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থেই স্কুল পর্যায়ের সমস্ত পাঠ্যবই সাদা কাগজে মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি উন্নতমানের বাঁধাই, রুচিশীল প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশনের ওপরও গুরুত্ব দেয়া জরুরী।

এ ব্যাপারে বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান: আগামী বছর নাগাদ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সব পাঠ্যবই সাদা কাগজের হবে। তাড়াহুড়োর কারণে বাঁধাই দুর্বল হয় বলে তিনি স্বীকার করেন।

মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই হোয়াইট প্রিন্টে ছাপানোর ব্যাপারটি তারা চিন্তা-ভাবনা করছেন বলে জানান। এটা পর্যায়ক্রমে হতে পারে। তবে তাতে বইয়ের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। স্বল্প মূল্যে পাঠ্যবই দেয়া তাদের অন্যতম লক্ষ্য বলে বোর্ড হোয়াইট প্রিন্টে বই ছাপার ব্যবস্থা করতে পারছে না। হোয়াইট প্রিন্টের বই স্বল্পমূল্যে দেয়ার লক্ষ্যে বিসিআইসির সঙ্গে বোর্ডের আলাপ-আলোচনা চলছে।

তিনি জানান: পাকশী ও কর্ণফুলী কাগজকলে যে শতকরা ১০ ভাগ এক্সাইজ ডিউটি রয়েছে তা বোর্ডের পাঠ্যবইয়ের কাগজ সরবরাহের ক্ষেত্রে মওকুফ করা হলে দাম কিছুটা কমে আসবে।